পুষ্পাধার।

শ্রীহিরণ্ময়ী চৌধুরাণী

সেরপুর টাউন।
১৩৩২।

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস চৌধুরী।
৩২ নং বিডন রো,
কলিকাতা।

৫ নং নয়াবাজার, ঢাকা
শ্রীনাথ প্রেস।
শ্রীপ্রাণবল্লভ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

"পুষ্পাধারের" রচয়িত্রী সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী—আমার পূজনীয়া ভ্রাতৃজায়া। ইনি বধু-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই কবিতা রচনা করেন। সাহিত্যিক যশোলাভের তাড়নার বশবর্ত্তী হইয়া ইনি রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। সাংসারিক কার্য্যের অবসরে চিত্তরঞ্জনের প্রলোভনে এবং মনের সহজ স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা ও প্রাকৃত শক্তির উত্তেজনায় সময় সময় চঞ্চল কল্পনাকে ছন্দ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইতেন। তাহার ফলে আজ আমরা "পুষ্পাধার" পাইলাম। "পুষ্পাধার" প্রকাশের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অতি করুণ মর্ম্মস্পর্শী একটি ইতিহাস রহিয়াছে। "পুষ্পাধার" রচয়িত্রীর একমাত্র কন্যা ও প্রথম সন্তান অমিয়া দেবী গত ১৩২৬ সনের ৯ই বৈশাখ মাতাপিতা, একমাত্র সহোদর ও আত্মীয়বর্গের স্নেহ-বন্ধন অসময়ে ছিন্ন করিয়া সুখদুঃখের অতীত পুরে প্রস্থান করিয়াছেন। অমিয়া নিজেও সুশিক্ষিতা এবং কবিতানুরাগিনী ছিলেন। মাতৃ-রচিত কবিতার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এবং সন্তানোচিত স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া স্নেহময়ী অমিয়া মাতার রচিত কবিতা-কানন হইতে কতগুলি অম্লান কুসুম স্বহস্তে চয়ন করিয়া "পুষ্পাধারে" সাজাইয়া আত্মীয়বর্গের তৃপ্তি বর্দ্ধন করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু, নিদারুণ কাল স্নেহময়ী কন্যার এই পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেয় নাই। তাহারি সযত্ন-সমাহৃত প্রসূন-রাজি বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার অতি আদরের "পুষ্পাধার" অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

সন্তানের শোক চিরদিন সকল মাতার পক্ষেই অসহনীয়। অনেক সময় একাধিক কন্যা থাকিলে, লোকে একের অভাব অপরের মুখের দিকে চাহিয়া ভুলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু একমাত্র কন্যা বিধায় এবং তাহার অশেষ গুণান্বিত ক্ষুদ্র জীবন সম্পূর্ণরূপে মাতার আদর্শে এবং অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল বলিয়া অমিয়ার শোক মাতার কোমল বক্ষে অতি নিদারুণ ভাবেই লাগিয়াছিল। অমিয়ার মহাপ্রস্থানের অব্যবহিত পর আমি একবার সেরপুরে যাই এবং একদিন কথা প্রসঙ্গে অমিয়ার স্বহস্ত লিখিত খাতার কথা উঠে। কবিতাগুলি পাঠে বিশেষ প্রীত হইয়া এবং ঐগুলি অমিয়ার পুস্তকাকারে প্রকাশের বিশেষ আন্তরিক আগ্রহ স্মরণ করিয়া আমি কবিতাগুলি ছাপাইতে চাহিলে রচয়িত্রীর আপত্তি দেখিলাম। কিন্তু পরে যখন তিনি বুঝিলেন, ছাপাইলে প্রকারান্তরে স্বর্গীয়া স্নেহময়ী কন্যার আন্তরিক অভিলাষ ও পবিত্র স্মৃতি রক্ষিত হয় তখন আর আপত্তি করেন নাই।

কবিতার গুণাগুণ বিচার সমালোচকের কাজ—আমি সমালোচক নহি, তবে কবিতাগুলি আমার ভাল লাগিয়াছে। বিশেষতঃ "পুষ্পাধার" সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য প্রকাশিত হইল না, কেবল আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই বিতরণের জন্য। যাঁহাদের জন্য প্রকাশিত হইল তাঁহাদের বিন্দুমাত্র মনোরঞ্জন করিতে পারিলেও, "পুষ্পাধারের" উদ্দেশ্য সফল হইল মনে করিব। পরিশেষে নিবেদন এই—"পুষ্পাধার" নামটি মা অমিয়ারই নির্ব্বাচিত এবং কবিতাগুলিও অসংশোধিত, যথাযথ ভাবে প্রকাশিত করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম।

৩২ নং বিডন রো,
২০শে পৌষ, ১৩২৮। } শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

মানুষের মন সতত চিন্তারত। অসংখ্য চিন্তা মনে উদয় হইয়া অপরের অগোচরে মনে বিলীন হইয়া যায়। কতক চিন্তা বাক্যে প্রকাশ পাইয়া বায়ুতে বিলীন হয়। কিন্তু এমন অনেক চিন্তা প্রত্যেক মানুষের কাছেই প্রিয় বোধ হয় যাহাদের ঐরূপে ক্ষণিকতার মধ্যে নষ্ট হইতে দিতে ইচ্ছা করে না; তাহাদের রূপ দিয়া স্থায়ী করিয়া ধরিয়া রাখিবার সাধ মানুষের মনে জাগে। এই জন্য কবি নিজের চিন্তাকে ছন্দের শৃঙ্খল পরাইয়া লেখায় বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন; রূপদক্ষ শিল্পী নিজের চিন্তাকে পাথর কাঠ কাটিয়া বা ইট দিয়া গাঁথিয়া বা পটে রং লেপিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন।

আমার পত্নী অবসর-কালে এইরূপ চেষ্টা কিছু কিছু করিতেন। নিজের সন্তান কুৎসিত হইলেও মাতাপিতার স্নেহ অপরের সুরূপ সুন্দর সন্তানকে ত্যাগ করিয়া তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আনন্দ পায়, এবং অপর পক্ষে আবার সন্তানেরও মাতাপিতার বহু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের উপরই পক্ষপাত জন্মে। মানুষের স্বভাবই এই—ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ত্রুটি তার চোখে পড়ে না; বরং তাহাকে অপরের অপেক্ষা প্রিয়তরই বোধ করে। আমার পত্নীর রচিত কবিতাগুলিকে আমাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান ও একমাত্র কন্যা অমিয়া সোদরার

ন্যায় স্নেহের চক্ষেই দেখিত। তাই তাহার বিশেষ বাসনা ছিল এইগুলিকে অপরের সমক্ষেও প্রকাশ করিবে। সে তাহার মাতার মানসোদ্যানের পুষ্পগুলিকে পুষ্পাধারে সজ্জিত করিয়া লোকসমক্ষে প্রকাশ করিবে ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা তাহাকে অকালে আমাদের ক্রোড় হইতে নিজের ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। তাহার অভাবে এই কবিতাগুলির সঙ্গে একটি মর্ম্মন্তুদ শোকের স্মৃতি জড়িত হইয়া গেল। এগুলি আমাদের নিকটে অমিয়ার স্মৃতি-সিঞ্চিত বলিয়া পবিত্র ও প্রিয়তর বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

এরূপ অবস্থায় কবিতাগুলিকে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্পও আমাদের মন হইতে তিরোহিত হইল, পাছে সমালোচকের নির্ম্মমতা এই ব্যথার স্থানে আঘাত করিয়া বসে এই ভয়ে। কিন্তু স্নেহের আগ্রহের দাবীর কাছে আমাদের সে সঙ্কোচ টিকিতে পারে নাই; আমার পরমস্নেহভাজন ভ্রাতা শ্রীমান্ গোপালদাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল্, যে সহৃদয় বদান্যতার জন্য বঙ্গদেশে সুপরিচিত তাঁহার সেই সহৃদয় বদান্যতা তাঁহার নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের শোকে যে কাতর হইয়া সান্ত্বনা দিতে আগ্রহভরে অগ্রসর হইবে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক; তিনি নিজের চেষ্টায় ও ব্যয়ে আমার পত্নীর কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করেন; অত্যুত্তম কাগজে অত্যুৎকৃষ্ট ভাবে বই ছাপাইয়া, সুরম্য প্রচ্ছদপটে মণ্ডিত করিয়া এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ তিনি প্রকাশ করেন। পুস্তকের

প্রুফও তিনিই দেখিয়াছিলেন। তাঁহার এই স্নেহ প্রীতির পরিচয়ে আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহা বলাই বাহুল্য; তিনি প্রিয়কারী, প্রিয়বাক্, প্রিয়দর্শন, মধুরচরিত্র, আত্মীয়ের শোকে সান্ত্বনা দেওয়া তাঁহার স্বভাবগত; কিন্তু আমরা এক্ষণে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় তাঁহার সেই স্বভাবের বিশেষ পরিচয় প্রকাশ করিয়া না দিয়া নীরব থাকিতে পারিতেছি না; তিনি আমাদের শোকার্ত্ত দম্পতির আশীর্ব্বাদ-ভাজন, শোকার্ত্ত পরিবারের কৃতজ্ঞতাভাজন পরমাত্মীয়।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার সময় বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মহাশয়তার ঔদার্য্যবশেই আমাদের গৃহে একদিন শুভাগমন করিয়াছিলেন। কথায় কথায় তিনি এই পুস্তকের কথা শুনিয়া ইহা দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমাদের গৃহে অবশিষ্ট একমাত্র পুস্তক তিনি আমাদের গৃহে বসিয়াই আদ্যোপান্ত পাঠ করেন ও কবিতার রচনা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করেন। যাহা আমাদিগের নিকট স্বভাবতঃই প্রিয় ছিল, তাহা শরৎচন্দ্রের প্রতিভাপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া আমাদের নিকট সুন্দরতররূপে প্রতিভাত হইল। কিন্তু তিনি কবিতাগুলির ক্রমবিন্যাসসম্বন্ধে ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া তাহা সংশোধন করিতে অনুরোধ করেন; এবং সেই সময় সেই স্থানেই উপস্থিত আমাদের ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর

কবিতাগুলির ক্রমনির্ণয় করিবার ভার দিতে বলেন। তাঁহার এই অকপট আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ অন্তরে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

চারু বাবু বন্ধুত্বের খাতিরে তৎক্ষণাৎ এই কর্ম্মভার স্বীকার করেন। তখন ৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া গিয়াছিল। অবশিষ্ট কবিতাগুলির ভাবধারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি উহাদের নূতন পর্য্যায়ে ক্রমবিন্যাস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদিও বন্ধুকৃত্য করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অনেক বন্ধুবান্ধবই এই পুস্তকখানি দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই জন্যই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা আবশ্যক হইল। যাঁহারা এইরূপে আমাদের শোকে সহমর্ম্মিতা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নিকটই আমাদের প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

"শেরপুর-হাউস্"
টীকাটুলী, ঢাকা
কার্ত্তিক ১৩৩২ সন

শ্রীহেমাঙ্গচন্দ্র চৌধুরী

উপহার।

জন্ম—২০শে চৈত্র, ১৩০৬ সন।

স্বর্গারোহণ—৯ই বৈশাখ, ১৩২৬ সন।

মা আমার !

তোমার বাঞ্ছিত কাজ সমাধান হ'ল আজ
জীবনের অপূর্ণিত বাসনা তোমার।
মরণের রম্য বনে যেথা আছ সুখাসনে
সেথা লহ নির্ব্বাচিত তব "পুষ্পাধার"।
ভাঙ্গা প্রাণে নাহি বল আঁখিভরা অশ্রুজল,
তোমার বিয়োগ দুঃখে লয়ে হাহাকার
তোমারি তৃপ্তির তরে দিলাম উৎসর্গ করে
ক্ষুদ্র এ রচনা মম উদ্দেশে তোমার।

মা।

পবিত্র স্মরণে

সে পবিত্র প্রতিমার পুণ্য স্মৃতি স্মরণে
ঝঙ্কারি' উঠুক তান সুরহারা মোর গান
বাতাসে মিশিয়া যাক অনন্ত গগনে
ছন্দহারা কবিতায় মধু যেন উপচায়
দুই ফোঁটা অশ্রু যেন ঝরে যায় নয়নে
সে পবিত্র প্রতিমার পুণ্য স্মৃতি স্মরণে।

পুণ্যময়ী প্রতিমার পবিত্র স্মরণে
গন্ধহীন ম্লান ফুল হোক তার সমতুল
হোক আজি বিকশিত তারি অনুকরণে
তারি পুণ্যস্মৃতি রেখা থাক "পুষ্পাধারে' আঁকা
তারি প্রতিবিম্বখানি ফুটাইয়ে নয়নে
মৃত কল্পনার বন হোক পুণঃ সুশোভন
হোক সঞ্জীবিত তার অকালের মরণে
পুণ্যময়ী প্রতিমার পবিত্র স্মরণে !

সূচী

সূচী।

পুষ্পাহার।

নিবেদন।

আজি, সান্ধ্যগগনে, থির পবনে
তোমায় ডাকিতে চাহি।
খুলি, হৃদয়-বীণ, গীতি নবীন
আকুল কণ্ঠে গাহি'।

অই, জলদ কোলে, বিজলি খেলে
ঝরে বেগে বারিধারা।
নিতি, নবীন সাজে, হৃদয়ে রাজে
আমারি নয়ন ধারা।

জাগে, হৃদয়ে, তোমার মধুর মূরতি,
অশেষ করুণা কণা।
উঠে, বাজিয়া ধীরে, মোহন স্বরে
আমার হৃদয় বীণা।

পরে, মূরছি' কাঁদি' যতনে বাঁধি
তোমার চরণ স্মরি।
আমি, কাতরে কাঁদিয়া, তোমারে চাহিয়া
এই নিবেদন করি।

যেন, অটল বিশ্বাসে, নিশায় দিবসে
তোমারে হৃদয়ে পাই।
দেহ, পদরজ মোরে, এ বিপদ ঘোরে
আর কিছু নাহি চাই।

প্রভু, ভকতির ধার, চরণে তোমার
হৃদয় ঢালিতে চায়।
গাহে, মানসী প্রতিমা, তোমারি মহিমা,
লুটায় চরণ ছায়।

তুমি, লবে কি তুলি, মুছায়ে ধূলি
চাবে কি বারেক ফিরি ?
প্রভু, দেখাব আজি, তোমার লাগি
ব্যথিত হৃদয় চিরি'।

তুমি, চাহ ফিরে চাহ, লহ তুলে লহ
আমার ভকতি দান।
আমি, তোমার লাগিয়ে, রয়েছি বসিয়ে
গাহিতে করুণ গান।

তুমি, শুনিবে আমার, শত যাতনার
একটি রাগিনী ধ্বনি।
দিবে, শান্তি কর দিয়ে, নয়ন মুছায়ে ;
কোলেতে লইবে টানি।

আছি, আশা পথ চাহি, আর কিবা গাহি'
শুনাব তোমায় নাথ।
মম, করুণ বেদন, ঢালিয়ে চরণে
করি বিভু প্রণিপাত ॥

বড়দিদি।

দেবি!   তোমার সে শেষ চিহ্ন স্নেহ নিদর্শন
রয়েছে বিষাদে ঢাকা,
স্মৃতি স্বর্ণ-জলে লেখা—
করুণ হৃদয় মথি' একটি চুম্বন
যেই দিন দেবি মোরে
দিয়েছিলে বুকে ধরে
সেই সুখ-দুঃখ পূর্ণ পুণ্যময় দিন
আজিও স্মরণে আছে,
পড়ে নাই কারো পাছে,
বিস্মৃতি সাগরে আজও হয় নাই লীন।
ভুলি নাই আজও দেবি সেই পুণ্য দিন॥

স্বরগ বাঞ্ছিত তব স্নেহ সুধারাশি
অহরহ হৃদিতলে
ধীরে ধীরে আজও ঢালে
স্মৃতি নির্ঝরিণী সেথা পূত বারি রাশি।
আজও সে চুম্বন রেখা
হৃদয়ে রয়েছে আঁকা,
ঝরে আজও হৃদি মাঝে স্নেহ সুধা রাশি।
কালস্রোতে তৃণ সম যায় নাই ভাসি॥

তোমার অতুল স্নেহ ভুলিব কেমনে?
ভুলিতে কি পারি তায়
যেই স্নিগ্ধ মমতায়
বেঁধেছিলে স্নেহময়ী পবিত্র বন্ধনে।
তোমার সে স্নেহ সুধা ভুলিব কেমনে।

বহু বর্ষ, মাস দেবি গিয়াছে চলিয়া,—
দরশ মানসে তব
আশা কত নিতি নব,
কত নিশি দিবা হায় গিয়াছে ছলিয়া।
স্নেহ মমতার বাণী গিয়াছ ভুলিয়া॥

স্নেহ দয়া পরদুখে,
আমোদিত পর সুখে,
তোমারি আদর্শে গঠি' হৃদয় আমার
করেছ উন্নত যাহা
ভুলিতে না পারি তাহা,
উথলিয়ে উঠে আজি স্মৃতি পারাবার।
অক্ষয় অমৃত দেবি সে স্নেহ তোমার ॥

অশান্তির প্রতিমূর্ত্তি যবে গৃহকোণে ;
কর্ত্তব্য-বিমূঢ় প্রায়
দিন যেন নাহি যায়,
আপনি শিহরি নিজ হৃদয়-স্পন্দনে।
বিষাদ কালিমা মেঘে
ভবন ফেলেছে ঢেকে,
শান্ত চন্দ্রকর রূপে তারি মাঝে তুমি
কোমল কমল করে
তুলে দেবি নিয়ে ক্রোড়ে
আদরে হৃদয়ে ধরি দিয়েছিলে চুমি'।

তোমার সে স্নেহদান
ভুলে নাই পোড়া প্রাণ,
গোপন বক্ষের মাঝে অতি সংগোপনে
রাখিয়াছে সযতনে—
যতদিন বাঁচি প্রাণে
ততদিন রবে গাঁথা হৃদয়ের সনে।
তোমার সে স্নেহ দান ভুলিব কেমনে।

ছিল দেবি, আরো মম কত প্রিয় জন
সকলি তো স্নেহ ভরে
মমতা করেছে মোরে
এমন হৃদয় ঢালি কেহ তো কখন
সুখ দুঃখ এক সাথে
পারে নাই শিখাইতে
পারে নাই শান্তি বারি করিতে সেচন।
কত ভালবাসা স্নেহ দেছে কত জন॥

কত ভাল কত জনে বাসিয়াছে মোরে
কিন্তু দেবি স্বার্থহীন
হেরি নাই কোন দিন
নিঃস্বার্থ স্নেহের বাণী ঢালি অকাতরে
লয় নাই বুকে কেহ ডাকি স্নেহ ভরে॥

তোমার নিঃস্বার্থ স্নেহে
পুলক আকুল মোহে
মোহিতা ডুবিয়ে ছিনু তব স্নেহ নীরে।
স্মরি তোমা স্নেহময়ী ভাসি আঁখিনীরে
তোমার বিচ্ছেদে আজি আহত হৃদয়
কাঁদিয়া লুটিয়া পরে
বিষম বেদনা ভরে,
শান্ত প্রেম ছবি করি' মানসে উদয়।

'সুরবালা' সুরপুরে
গিয়াছ মরত ছেড়ে
দহিয়া মোদের তব বিরহ অনলে।
আমরা তোমায় স্মরি
স্মৃতিটুকু হৃদে ধরি,
নিতি নিতি ভাসি দেবি ম্লান অশ্রুজলে।
তোমার স্নেহের দান একটি চুম্বন
ব্যথিত হৃদয়ে আজি হতেছে স্মরণ

তোমারে।

আমার যা ছিল সকলি
কেড়ে নেছ' তুমি
আর তো কিছুই নাই,

তোমার চরণের তলে
ঢালিবারে আজি
কি দিব ভাবিছি তাই।

কত উঠিছে জাগিয়া
অকথিত বাণী
নাহি তার ভাব ভাষা,
তোমায় কি দিয়ে বোঝাব,
কি যে মোর মনে
আনিছে কুহকী আশা।

মোর ব্যর্থ অভিলাষ
গুমরি' কাঁদিছে
ছুটে বাহিরিতে নারে,
আমি পাইনা ভাবিয়া
আপনার বলি
কি দিব আনি' তোমারে

প্রতিদান।

কভু কোন দিন তাহা জাগে কি স্মরণে
কিশোর দেবতা মোর, নয়নে নয়নে,
কি শুভ মুহূর্ত্ত সে যে কিবা সুসময়
পরিপূর্ণ প্রেমে সেই প্রাণ বিনিময় ?
দিয়েছিলে সুমহান হৃদয় তোমার
পেয়েছ কি বিনিময়ে প্রতিদান তার ?
তুমি যা দিয়েছ ঢেলে কিশোর জীবনে,
আকাঙ্খিত হৃদয়ের প্রবৃত্তি নবীনে,
পরিপূর্ণ আশা সহ নিঃশেষি আপনা
প্রতিদানে পেয়েছ কি তার বিন্দু কণা ?

পেয়েছ কি আকাঙ্খিত বাঞ্ছিত রতন,
তৃষিত হৃদয়ে কি গো হয়েছে সিঞ্চন
শীতল সলিল, যাহা পাইবার আশে
দিয়েছিলে সরবস্ব একটি নিশ্বাসে ?
মিটেছে কি পিপাসিত হৃদয়ের জ্বালা
পেয়েছ কি ভালবাসা কভু প্রাণ ঢালা ?
ত্রিদিব বাঞ্ছিত তব অমূল্য প্রণয়,
দিয়েছ নিঙাড়ি যারে সরল হৃদয়,
প্রতিদানে সে তোমারে দিয়েছে কি বল ?
যেমন দিয়েছ তুমি সহজ সরল
সেই মত সরলতা পেয়েছ কখন
সেই মত প্রীতিমাখা—হয় কি স্মরণ ?
সেই দৃষ্টি সেই হাসি সেই প্রাণঢালা,
সেই চোখোচোখি হায় ত্রিদেবের খেলা,
তোমার জীবন ব্যাপী পূত প্রেম রাশি
অঞ্জলি পুরিয়া যায় দিয়েছিলে হাসি,
প্রতিদানে কি পেয়েছ শুন একবার
নরকের গ্লানি পূর্ণ প্রতারণা তার !
পবিত্র প্রণয় ঢালি, শুধু প্রতারণা
পেয়েছ জীবন ভরি' কিছু তা জাননা ?

জান না কি মণিভ্রমে ফণী বক্ষোমাঝে
রেখেছ যতনে কত সুমোহন সাজে,
ফুল্ল ফুলহারে হায় লুক্কায়িত ফণী
হে প্রেমান্ধ কণ্ঠে তব,—কিছু তা জান নি ?
তোমার সে ভালবাসা, প্রতিদানে তারি
জান না কি তপ্ত শ্বাসে গরল উগারি
দিনে, দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, প্রতি পলে পলে
তোমার অজ্ঞাতসারে দিয়েছে সে ঢেলে ?
আজি জীবনের এই সায়াহ্ন সময়,
টুটিয়াছে হৃদয়ের প্রতারণাময়
যবনিকা। অন্তরালে জ্বলিছে ভীষণ,
হের সে নরক প্রভু ! চাহিয়ে নয়ন।

বরষা প্রভাত।

আজি বরষা প্রভাতে
ঘন বারি পাতে
তোমায় পড়িছে মনে,
অশ্রু উঠিছে ফুটিয়া,
হৃদয় টুটিয়া,
আসিছে নয়ন কোণে।

আকুল বাসনা কাঁদিয়া
পড়িছে লুটিয়া
পিপাসিত হৃদি'পরে,
ধায় তোমার উদ্দেশে
দরশন আশে
ব্যথিত বেদন ভরে।

চাহে প্রেমবারি তব,
সম্পদ বিভব
কিছুর প্রত্যাশী নয়,—
শুধু প্রণয়ে তোমার
বেদনার ভার
ভুলিতে আকুল হয়।

তুমি ভুলেছ কি সখা
সেই প্রেম রেখা
যাহে দোঁহে মাতোয়ারা,
ছিল হৃদি ফুল দু'টি
এক বৃন্তে ফুটি'
ঢালিয়ে সৌরভ ধারা।

গাহি কত সুখ গান
ঢালিয়ে পরাণ
আনন্দ সাগর নীরে,
সেথা অবগাহি' দোঁহে
মুগ্ধ প্রেম মোহে
মোহিত হইত ধীরে ;

কভু জাগেনি স্মরণে
তরঙ্গ তুফানে
ভাসিয়া যাইবে নীরে,
দৃঢ় হৃদয় বন্ধন
হইবে ভগন
যাইবে সজোরে ছিঁড়ে।

ভাসি কাল-স্রোতে আজি
কোথা আসিয়াছি
কোথায় গিয়েছ তুমি,
আজি সঙ্গী হারা হায়
ডাকিছি তোমায়
হৃদয় খুলিয়া আমি ;

চাহে অন্তর আমার
মিলিতে তোমার
কোমল হৃদয় সনে,
আজি বরষা প্রভাতে
ঘন বারি পাতে
তোমারে পড়িছে মনে।

বল আজি কত দূরে
কোন প্রেমপুরে
বিস্মৃতি সলিলে ডুবি'
তুমি রয়েছ বসিয়ে
গিয়েছ ভুলিয়ে
প্রণয় স্বপন সবি!

আমি স্মৃতিটুকু লয়ে
হেথায় বসিয়ে
আজি এই বরষায়
শুধু ঢালি আঁখি ধার,
উদ্দেশে তোমার
নীরব বেদনা যায়

সিক্ত বরষা সমীর
বহি' যায় ধীর,
তোমারি চরণোপরে
সখে পড়িব আছাড়ি,
মুছি আঁখি বারি
তুমি কি তুলিবে ধরে ?

দীর্ঘ বিরহ যামিনী
করুণ রাগিনী
উদিবে স্মরণ পথে
পুনঃ আসিবে কি ফিরি'
দু'টি বাহু ধরি
উঠিবে মিলন রথে ?

আশা পুরিবে কি হায়
আসার আশায়
কাটাই দিবস নিশি,
তুমি পুরাও আবার
আশাটি আমার
হৃদয়ে হৃদয় মিশি'।

সখে আবার তেমনি
পোহাব যামিনী
প্রফুল্ল মধুর প্রাণে,
ভুলি বিচ্ছেদ তোমার
হৃদয় আমার
নাচিবে মিলন গানে।

পেয়ে সুখ বারি ধারা
আজি আঁখি ধারা
লুকাবে নয়ন কোণে,
সখে বরষা প্রভাতে
ঘন বারি পাতে
তোমায় পড়িছে মনে

চিনি নাই

ওগো তোমায় পারিনি চিনিতে,

এসেছিলে কোন বরষা সন্ধ্যায়,

সিক্ত সমীরণে, দুলিত লতায়

বারি বিন্দু ঝরি' পড়িছে পাতায়

ফুটিয়াছে কলি চকিতে।

ঝর ঝর ঝরে বাদলের ধারা
স্নাত, স্নিগ্ধ, শান্ত ফুল্ল বসুন্ধরা
বহি' নতশিরে কুসুম পশরা
উল্লাসে উঠিছে হাসিয়া।

উলাস পুলক সিক্ত তনু খানি
চুমিছে আদরে জোছনা আপনি
পাপিয়া গাইছে মধুর রাগিনী
দিগ দিগন্ত ছাপিয়া।

বরষা প্লাবিত যামিনীর সনে
এসেছিলে ধীরে পাপিয়ার তানে
আমি নাহি জানি কোন শুভক্ষণে
পশে'ছ হৃদয় মাঝারে।

গোপনে সেথায় পেতেছ আসন
অতি সাবধানে না জানি কখন
রেখেছ লুকা'য়ে যুগল চরণ
রয়েছ একাকী আঁধারে।

ওগো তখন তোমায় পাইনি দেখিতে
কহি নাই কিছু নীরব আঁখিতে
দেখিনি কখন কিছুই রাখিতে
পারিনি তোমায় চিনিতে

তুমি অবোধ জনার হৃদয়ের মাঝে
ছিলে লুকাইয়া কবে কোন সাজে,
আজি সেই ব্যথা বড় যে গো বাজে,
পারিনি তোমায় বুঝিতে।

বাল্য সুকুমার লইয়ে বিদায়,
প্রণমিয়ে ধীরে কৈশোরের পায়,
দৃঢ় করি শ্লথ স্নেহ মমতায়,
গিয়াছে অবাধে চলিয়া।

কিশোর জীবন মোহ মদিরায়
কাটিল নিমেষে, অচেতন প্রায়
চিনিতে তখনো পারিনি তোমায়
চাহিনি নয়ন তুলিয়া।

ছিল না ছিল না কিছু মোর বল
চির দীনা, হায় অতি দুরবল,
শুধু অকারণে আঁখিকোণে জল
উঠিত সদাই ফুটিয়া।

ওগো . শরত প্রভাতে ঘুচে অন্ধকার,
জীবন প্রভাত হইল আমার,
মোহ নিদ্রা ভাঙ্গি চাহি' একবার
চলিল হৃদয় ছুটিয়া।

আমি ছিনু অচেতন মোহ ঘুম ঘোরে,
জাগিতে পারিনি নিতি নিশি ভোরে,
ডাকিয়াছ তুমি কত স্নেহ ভরে,
পাই নাই তাহা শুনিতে।

কত মধুময় তব স্নেহ বাণী,
কভু তাহা হায় বুঝি নাই আমি,
ধীরে ধীরে কোথা আসিয়াছি নামি',
পারি নাই তাহা বুঝিতে।

হিম নিশীথের স্তব্ধ প্রকৃতিরে
অভিষিক্ত করি নয়নের নীরে
আসিয়াছি যেন অতি ধীরে ধীরে
আপনার মনে চলিয়া।

ওগো সে স্নেহ পরশ তখনো জানিনি,
আকুল আহ্বান তখনো মানিনি,
শুনি নি তোমার বেদনার বাণী,
চাহিনি নয়ন তুলিয়া

বরষা সিক্ত সুমধুর রাতে,
স্নিগ্ধ শান্ত শরত প্রভাতে,
মধু বসন্তের গোধুলি বেলাতে
মহান্ হৃদয় লইয়া ;

ওগো আপনার মনে আপনি একাকী
খেলিয়াছ কত গোপনেতে থাকি,
উলাস উচ্ছ্বাস রেখেছিলে ঢাকি
শুধুই বেদনা বহিয়া।

সেই   এসেছিলে কত যুগ বয়ে যায়
তবুওত দেখা দাওনি আমায়,
আমিও চাহিয়ে দেখিনি তোমায়
চলেছিনু কোথা ছুটিয়া।

আজি   নব বসন্তের নবীন হরষ,
নীরস হৃদয় হইল সরস
লাগিয়া কাহার পুলকপরশ
উঠিল মুকুল ফুটিয়া

আজি   চকিতে নয়ন গিয়াছে খুলিয়া,
ব্যথিত হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া
ভুল ভ্রান্তিসহ পড়িছে ঢলিয়া
রাতুল তোমার চরণে

আজি   মোহ ঘুম মোর গিয়াছে কাটিয়া,
গভীর আঁধার গিয়াছে ঘুচিয়া,
নয়নের নীর গিয়াছে মুছিয়া
এসেছি তোমার শরণে।

কুসুম পেলব বাল্য হৃদি খানি
আপন হৃদয়ে নিয়েছ আপনি,
কিশোর কোমল, সে ত নাহি জানি,
রেখেছিলে তুমি ভুলায়ে।

অজ্ঞাতে আমার কোন শুভখণে
এসেছিলে কবে নাহি পড়ে মনে,
দিছিলে চরণ হৃদিসিংহাসনে
মনভুলে কবে খেলায়ে।

সেই দুঃস্বপন ঘোর ঘুচিয়া আলোক
ছুটিয়া আজিকে নূতন পুলক
ঝলকিছে, হেথা যেন স্বর্গলোক
আসিয়াছে ওগো নামিয়া,

আমি চাহি জানাইতে চরণে তোমার
অসহ প্রাণের যত দুখভার,
কণাবিন্দু তুমি লইবে কি তার
আপন হৃদয়ে টানিয়া ?

চাহিবেনা কিগো শুধু মুখ তুলি,
জীবনের যত ভুল ভ্রান্তি গুলি
শত অপরাধ যাইবেনা ভুলি
অমনি রহিবে বসিয়া ?

রবে আপনার মনে হয়ে অভিমানী,
ভুলিবেনা হায় কোন দুঃখ গ্লানি,
নিভাবেনা কভু জ্বলন্ত অগনি,
দিবেনা বেদনা মুছিয়া ?

এসেছিলে অতি ধীরে সংগোপনে,
আছ লুকাইয়া হৃদয়ের কোণে,
কেমনে চিনিব এ অন্ধ নয়নে
মহিমা পারেনি ফুটিতে,

আপনিই ধরা দিয়েছ এবার,
খুলিয়াছ যদি হৃদয়ের দ্বার,
ফুটায়েছ আঁখি অন্ধ অভাগার
আজি কি পারিব চিনিতে ?

এ অন্ধ নয়নে ও কমল কর
বুলাইলে কবে ওহে প্রাণেশ্বর ?
জানি না কেমনে সেই শুভকর
সময় গিয়াছে চলিয়া,

অজানিত তব স্নেহ পরশন
আজি যেন ধীরে হতেছে স্মরণ,
তব প্রেমে সিক্ত এ অবোধ মন
উঠিছে কাতরে বলিয়া—

ওগো নাহি কিছু মোর কিছু নাহি আর
পূজিতে পবিত্র চরণ তোমার,
মধ্য জীবনের রুদ্ধ হৃদি দ্বার
গিয়াছে শুধুই খুলিয়া,

তুমিও যেমন সারাটী জীবন
অজ্ঞাতে আমারে করেছ বরণ
পশি' হৃদাগারে জানিনি কখন
ছিলাম আপনা ভুলিয়া,

আমিও বুঝিবা তোমারি মতন
যদিও মোদের হয় না স্মরণ
অজানিত মোর সরবস্ব ধন
দিয়াছি চরণে ঢালিয়া।

অঙ্কিত যে সব হৃদয়ের পটে
ভুল ভ্রান্তি সেই, ক্ষমি অকপটে
লইবে কি তারে হৃদয় নিকটে
এনেছি অঞ্জলি ভরিয়া,

জীবনের যাহা অতীব দুঃসহ,
দুর্দ্দিনের স্মৃতি দুঃখ গ্লানি সহ
তুমি তাহা আজি লহ তুলে লহ
ঘৃণা অনাদর করিয়া।

দিওনা তাহায় দূর দূরান্তরে,
শুধু তোমারই চরণের পরে
আনিয়াছি অতি সঙ্কোচ অন্তরে
অসীম সাহস করিয়া ;

বুঝিতে তোমার স্নেহ অতুলন
অতি উচ্চ পূত প্রেমপূর্ণ মন
বুঝিবারে হায় পারিনি কখন
অথবা অবোধ বলিয়া,

স্নেহ-কারাগারে প্রেম সিংহাসনে
রেখেছিলে তুমি লুকায়ে যতনে,
পদাশ্রিতা দাসী মুগ্ধা অভাজনে
ফেলনি চরণে দলিয়া।

ওগো কখনো তোমায় পারিনি চিনিতে,
বুঝিয়াছি আজ মোর অজানিতে
আপন নিগূঢ় স্নেহের খনিতে
রেখেছিলে মোরে ধরিয়া

বল কবে কোন সেই শুভ সুসময়
বুঝিবার আমি পাইনি সময়,
অথবা বুঝিতে ওহে প্রাণময়
দাওনি ছলনা করিয়া॥

স্মৃতি।

অতীত কাঁদিয়া আজি লইছে বিদায়,
হৃদয় শতধা চূর্ণ তীব্র বেদনায়।
স্মৃতি তব প্রতিনিধি ব্যথাভরা বুকে
আনিবে কণিকা শান্তি জ্বালাময় দুঃখে,
ভুগিয়া অশেষ ক্লেশ অসহ্য বেদন
চিরতরে আজি তাই নিদ্রায় মগন।
আনন্দময়ের কোলে পেয়েছ আশ্রয়
শান্তিপূর্ণ হোক তব ব্যথিত হৃদয়॥

বন্ধুত্ব।

দৃঢ় প্রেম ডোরে বাঁধা তিনটি হৃদয়,
পূত প্রেমে ঢল ঢল মধুর প্রণয়,
প্রাণে প্রাণে মাতোয়ারা তিন প্রাণ আত্মহারা
বিশ্বাস-সাগরে যেন হয়ে আছে লীন।
সরল হৃদয় ভরা প্রেম মন্দাকিনী ধারা
বন্ধুত্ব অমূল্য রত্ন উপমা বিহীন॥

শিশুর হাসি।

এ মধুর হাসি তুই পাইলি কোথায় ?
টুক্‌টুকে রাঙ্গা ঠোঁটে
আহা মরি ফুটে উঠে
আঁধার গৃহেতে যেন আলোকের ভায়

মেঘ শেষে নীলাকাশে
চাঁদ যেন উঠে হেসে
নিরমল রূপ ছটা করি বিতরণ ;
পূরব গগন গায়
ঊষা যেন হেসে যায়
সহাস্যে উদিত যেন তরুণ তপন।
সরোজ, সলিল'পরে
হাসিলে যে শোভাধরে
ও বদনে সেই হাসি ফুটে যেন উঠে ;
চামেলী, মল্লিকা, চাঁপা,
স্থল পদ্ম থোপা থোপা,
গোলাপ, কামিনী, যূঁই শেফালিকা ফোটে,-
সেই মত ওই ঠোঁটে
হাসিটুকু ফুটে ওঠে,
ঝরে যেন সুধাধারা বসুন্ধরাময়,
এ মধুর হাসি শিশু কে দিল তোমায়॥

পরপারে।

আমি শুধু খেলিয়াছি জীবনের সারা বেলা
জ্বলন্ত অনল সহ অভিনব নব খেলা।
তীব্র তাপে ঝলসিয়া গেছে কি হৃদয় মোর
টল টল আঁখি পাতে শুকায়ে কি গেছে লোর ?
না না সে অনল তাপ নহে এত তীব্রতম
পড়েনি ঝরিয়া হৃদি নিদাঘের পুষ্পসম,
শুকাইতে পারে নাই নয়নের তপ্তনীর
হিয়া মাঝে লুকাইয়া তাহারে রেখেছি থির।

সেত নহে তীব্র তাপ, অতিশয় সুশীতল—
সে যে মোর মহাতীর্থ প্রেমের বাড়বানল !
বাসনার পরশনে ক্ষণেক উঠিত জ্বলি,
নির্ব্বাণ ফুৎকারে তারে দূরেতে দিয়েছি ফেলি ।
এই জ্বলে এই নিভে নিতি নব নব খেলা
জ্বলন্ত অনল সহ জীবনের সারা বেলা ।
খেলিয়াছি একা একা সঙ্গী, সাথী কেহ নাই
এ খেলার সঙ্গী সাথা কভু আমি চিনি নাই,—
একাকী খেলেছি বসি একা খেলা সাঙ্গ করি
একা একা কবে মোর ভাসাইয়া দিব তরী ।
ভেসে ভেসে যাবে কবে অনুকূল বায়ুভরে
জীবন তরণী মোর মরণের পরপারে !

মৃত্যু আবাহন।

হে মরণ !

দাও তব শান্তিকর শিরে মোর বুলাইয়ে,

বিজয় আশীষ-মাল্য দাও গলে দুলাইয়ে।

এই জীর্ণ দেহখানি, কাছে তব লও টানি,

সুবিমল শান্তিপূর্ণ তব স্নেহ কোলে

একবার এসে শুধু লহ মোরে তুলে।

তুমি আজ অকপটে এস মোর সন্নিকটে,

কপটতাপূর্ণ এই তপ্ত ধরা মাঝে

দেখা তুমি দাও মোরে অকপট সাজে।

কোন দিন কারো কাছে জীবনের আগে পাছে
পাই নাই স্বার্থ শূন্য নিরমলতর
একটু স্নেহের কণা ; কেহ হায় স্বার্থ বিনা
কাহারে বাসেনা ভাল এ ধরণীপর !
শৈশব গিয়েছে চলি ছল স্বার্থ পদে ফেলি
বুঝিবারে হায় আমি পারিনি তখন,
কৈশোরেও অচেতনে ছলনার প্রতারণে
স্বার্থময় করিয়াছি সারা প্রাণমন।
জীবনের মধ্য পথে আসিয়াছি তারি সাথে
খুলে গেছে আজি মোর এ অন্ধ নয়ন,
স্বার্থ বিষে জর জর সবি বোধ হয় বড়,
কেমনে কোথায় আমি করি পলায়ন।
যেদিকে ফিরাই আঁখি সবি একাকার দেখি
সকলেই বুঝে বুঝ আপন আপন,
কারো তরে এতটুক্ কারো না বিদরে বুক
সমভাবে হেরে সুখী, আর্ত্ত, দুখী জন।

ব্যথার উপর তার দিই পুনঃ ব্যথা ভার

আমরা বুঝি না হায় কারো জ্বালাতন,

ঘাত প্রতিঘাতে কত, হৃদয়ে হইছে ক্ষত

সমুখে দাঁড়ায়ে তাই করি দরশন।

দেখে শুনে এ সকল চোখে মোর আসে জল,

কেহ নাহি বুঝে মোর অব্যক্ত বেদন ;

কারে কব মোর কথা কে মোর বুঝিবে ব্যথা

আশৈশব সহিতেছি যে দুঃখ দহন,—

দহিতেছি সে অনলে ভাসি গুপ্ত আঁখি জলে

কে কাহার তথ্য হায় করে অন্বেষণ,

যুঝিতেছি অবিরত হৃদয়ের সহ কত

আর ত পারি না, তোমা জানাই এখন।

কারো কাছে এতদিন হৃদয় করিনি হীন,

আমার বেদন আমি প্রকাশি কখন,

কারো সুখভরা প্রাণে দিইনি বিরক্তি এনে,

ভাঙ্গি নাই কারো কোন সুখের স্বপন।

স্বেচ্ছাচার, অত্যাচারে প্রাণগেছে ভেঙ্গেচুরে
সহিতেছি নীরবেতে যাতনা সকল,
বুকভরে আপনার যত দুঃখ অত্যাচার
রেখেছি জ্বালায়ে সেথা জ্বলন্ত অনল।

ভকতি বিশ্বাস ভরে জনমিয়া ধরাপরে
জ্বালাময় অবিশ্বাস দেখি চারিধার,
আসে যেন গরাসিয়া কাঁপায়ে কোমল হিয়া
নরকের গ্লানি যত সাথে লয়ে তার।

মধুর মোহন বেশে দেখাদিয়ে অবশেষে
ধরিয়াছে এ পৃথিবী রাক্ষস আকার,
কোথাও পাইনা ঠাঁই দাঁড়াবার স্থান নাই,
হে মরণ! তব পদে যাচি একবার

একটু আশ্রয় স্থান, তুমি মোরে কর দান
তাপিত হৃদয়পরে শান্তিকর দিয়ে,
দেহ বরাভয়, দয়া তাপিত এ ক্লিষ্ট হিয়া
তোমার অমর পুরে যাও মোরে নিয়ে॥

গগন।

হের ঊর্দ্ধে মেঘ মুক্ত নীল নভোতল,
নিম্নে চেয়ে দেখ এই নব তৃণদল।
কোন শোভা নয়নের হবে তৃপ্তিকর
শ্যামল তৃণের কিম্বা সুনীল অম্বর ?
সিক্ত তৃণরাজি যবে দলি পদতলে
তার কিবা শোভা হবে কেবা তাহা বলে ?
পাইনা পরশ যার, শুধু দরশন
অতুল শোভার সার সুনীল গগন॥

নববর্ষে উপহার

প্রিয় ভগিনি,

বাঙ্গালার বঙ্গনারী বিহারেতে এসে,
নিঃসঙ্গ দিবস রাতি কাটে হা হুতাশে
কঠিন নীরস সবই, নাহি রস লেশ,
তপন তাপেতে তপ্ত যেন মরুদেশ।
পাষাণ বিদীর্ণ করি অনলের কণা
উন্মত্ত বায়ুর সনে করে আনাগোনা।
উত্তাপ আতঙ্কে প্রাণ করে আই ঢাই,
সরস করিতে হেথা কিছু নাহি পাই।

নবীন বরষ আজ সুখ দুঃখ লয়ে
নীরবে দাঁড়াল আসি প্রবাস আলয়ে।
গত নব বরষেতে ক্ষুদ্র উপহার
দিয়েছিনু, ক্ষীণ স্মৃতি মনে পড়ে তার।
যদিও সে গন্ধহীন দু'টী ঝরা ফুল,
গাঁথুনি নহেক তার যদিও নির্ভুল,
সাহসে তুলিয়া তব সুকোমল করে
মনে পড়ে দিয়েছিনু কত হর্ষ ভরে।
সাহস দিয়েছ তাই আজি এ প্রবাসে
গাঁথিনু এ ক্ষুদ্র মালা নিরালায় বসে'।
কোমল করেতে তব, শুষ্ক মালা খান,
শুষ্ক এ বিদেশে বসে' করিলাম দান।
গন্ধ তায় নাই বেলী যূঁই মল্লিকার,
প্রাণ মাতোয়ারা শোভা হাসনু-হানার।
রূপগুণ হীন ক্ষুদ্র শুষ্ক মালা গাছি
প্রীতির পবিত্র ধারে সিক্ত করিয়াছি।
নূতন বরষে আজ নূতন তপন
নীরবে উঠিল ল'য়ে আশার কিরণ।
জাগিল কতই সাধ, প্রভাত আলোকে
জাগিয়া উঠিনু ধীরে উলাসে পুলকে।

নববর্ষাগত সুখে হরষিত মনে
ক্ষুদ্র এই গাথা মোর দিলাম যতনে।
অবাধে ভগিনী আজি এ প্রবাস বাসে
পাঠানু মরম বাণী তোমার সকাশে।
ত্বরায় লিখিও সব মঙ্গল সংবাদ
তোমরা সকলে লও মোর আশীর্ব্বাদ।
শ্রীমানদিগকে দিও আশীষ আমার
ত্বরায় সংবাদ শুভ লিখো সবাকার,
জানা'য়ো প্রণাম মোর প্রণম্যের পায়।
হেথার কুশল, এবে লইনু বিদায়॥

শান্তি শূন্য।

সকলি তেমন আছে কি যেন কি নাই,
চাঁদ উঠে নীলাকাশে,
মধুময়ী তারা হাসে,
জল, স্থল প্রফুল্লিত যে দিকেতে চাই।
মৃদুল মলয় বায়
ছুটিয়ে ছুটিয়ে যায়
হারিতে কুসুম বয় উনমত্ত হয়ে।
কাননে মধুর শোভা
আ মরি কি মনোলোভা,
ফুটে আছে ফুল কুল সৌরভ ছড়ায়ে।

রজত জোছনা ধারা
পরাণ শীতল করা,
নীল জলে আঁখি মেলি সরোজ সুন্দরী,
চাঁদের প্রফুল্ল হাসি,
অমল ধবল নিশি,
প্রেমামোদে মাতোয়ারা চকোর চকোরী।
পাপ পুণ্য প্রীতিভরা
আছে সেই বসুন্ধরা,
সকলি তেমনি আহা করিছে শোভন,
প্রভাতের ঊষা হাসি,
সায়াহ্নের শোভারাশি,
প্রখরিত মধ্যাহ্নের তপন কিরণ।
সকলি ত আছে ছাই
তবু ও কি যেন নাই
সুধু মনে উঠে অই প্রভাত সন্ধ্যায়।
নবীন জলদ উঠে,
হরষে চপলা ছুটে
আনন্দে মেঘের কোলে খেলিয়ে বেড়ায়।

ফুল, ফল, উপবন,
ভ্রমরার গুঞ্জরণ,
শস্য পূর্ণ প্রীতিময়ী বসুধা শ্যামলা।
অধীরা তটিনী বুকে
সেই মত মনোসুখে
মৃদু মৃদু সমীরণে নাচে ঊর্ম্মিমালা।
এ পৃথ্বীর সুখ যত
সকলিত সেই মত
অবোধ মানব হৃদি করিতেছে দান।
সুধু শান্তিধন নাই,
প্রাণ কাঁদে সদা তাই
শূন্য শূন্য হেরি সদা হৃদি সে কারণ।

শুধু চাহি

চাহি শুধু চাহি ওহে দয়াময়,
গাহিবারে তব অতুলন জয়
শান্ত তপনে, চাঁদিমা কিরণে
যে করুণা তব সদা প্রভু বয়।
দেহ দেহ বল, জীবনে সম্বল
কর কৃপা মোরে হে করুণাময় ॥

কাহার আশে।

প্রেমের আশায়, যে মালা গলায়
আজিকে দুলিছে ধীরে,
কঠিন হৃদয় কে আছে ধরায়
শুকায়ে ফেলিবে তারে ?
প্রেম অতি সুখে আছে যেই বুকে
সে বুকে নিরাশ গরল ঢেলে,
নীরব হৃদয়ে দেখিবে দাঁড়ায়ে
বেদনা আগুন জ্বেলে,
কুলিশ কঠোর হৃদয় কাহার
কাহার ক্ষমতা এত,
সে সুখ স্বপন করিতে ভগন
চরণে দলিতে ক্ষত ?
আপনা বিস্মরি যে রতনে বরি
এনেছে যতনে হৃদয় পাশে,
অকুল পাথারে ভাসায়ে তাহারে
রহিবে কেমনে কাহার আশে ॥

মহাকাল।

হে পথিক! পেয়েছ কি পথের সন্ধান,
কোন শুভ লগনেতে হবে আগুয়ান?
কর্ম্মক্লান্ত দেহভার কোথায় রাখিবে আর
কোথায় খুঁজিছ তুমি বিশ্রামের স্থান?
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে ছাই, তিল মাত্র নাহি ঠাঁই
হেথা না হইবে কভু কর্ম্ম-অবসান।
খুঁজিলেও প্রাণপণে পৃথিবীর এককোণে,
মিলিবে না বিরামের এতটুকু ঠাঁই,
মিছে কেন ঘোরাঘুরি যাও চলে তাড়াতাড়ি
যাতনা জুড়াবে যেথা দুঃখ ব্যথা নাই।
হে শ্রান্ত পথিক তুমি ফিরিও না আর,—
যে পথে দিয়েছ পা'ও সেই পথে চলে যাও
পথের সন্ধান তুমি পাবে এইবার।
দারা, সুত মায়াজালে এতদিন কাটাইলে
ছিঁড়ে দাও ছিঁড়ে দাও মোহ মায়া জাল,
দেখ দেখ বাহিরিয়া জ্ঞান আঁখি উন্মিলিয়া
দাঁড়ায়ে শিয়রে তব অই মহাকাল॥

বিরহিনী রাধা।

আয় সহচরি, বসিয়া বিরলে মরম বেদন যত
কহি আজি তোরে, দুঃখিনী রাধার কাহিনী শুনিবি কত।
আমার দুঃখেতে দুঃখী করিবারে না চাহি কারেও আর
মোর অশ্রুসাথে চাহি না মিশাতে কাহারো নয়নধার
একাকী নীরবে নিজ দুঃখ স্মরি ভিজাব বক্ষ-বাস
তুই লো আমার প্রাণপ্রিয় সই, তোমার পূরাব আশ।
অভাগী রাধার দুঃখকথা যত শুনিতে উতলা তুই,
কয়োনা কয়োনা অন্যজনে কিছু শুনলো তোমারে কই।
দুঃখে দুঃখে বুক হয়েছে পাষাণ, পাষাণে হয়েছে আঁকা
প্রাণেশের ছবি, অতি সযতনে, মোহন মূরতি বাঁকা।
নিঠুর নিদয় কালার প্রণয়ে মজিয়া, এখন হায়
দুঃখিনী রাধার একূল ওকূল দুকূল ভাসিয়া যায়।
আগে কি সজনি ছলনা তাহার বুঝিতে দিয়েছে মোরে,
নিতি নব নব কত প্রেমছলে ছলেছে আবেগ ভরে।
ছলে অবলায় ভুলায়ে কপটী ডুবায়ে দুঃখের নীরে
চলি' গেল হায় পদে দলি' সখি, আর না চাহিল ফিরে!

কি বলিব তোরে আর কি শুনিবি দুঃখে না বচন সরে,
নিঠুর কালার ছল ব্যবহার স্মরিলে নয়ন ঝরে।
ছল চাতুরালী শুনিবি শঠের কেমনে অবলা নারী
মজাইল ব্রজে নিদয় হৃদয়, হায়লো কহিতে নারি।
ছিলাম সরলা কুলের কামিনী না জানি পিরীতি রীতি,
সরল গোপের গৃহকোণে ছিনু নানা গৃহকাজে মাতি',
ছলে ভুলাইল যমুনার পথে আনিতে যমুনা বারি।
বাঁশরীর তানে হায় কিযে প্রাণে পশিল, মজিনু নারী।
নেহারি নয়নে ত্রিভঙ্গ সুঠাম বিকাইনু মনপ্রাণ,
শূন্য দেহলয়ে ফিরিনু আলয়ে হৃদয় করিয়া দান।
মোহে নিমগন কিজানি কখন পোহালো যামিনী সখি,
শূন্য কুম্ভ কাঁখে ধাইনু আবেগে অঞ্চলে মুছি' আঁখি
হেরিতে আবার সেই মধুরিমা ; মোহন বাঁশরী স্বরে
আকুল পরাণে ছুটিয়া চলিনু বঁধুয়া চরণোপরে।
চরণে অভাগী ছিন্নলতা প্রায় পড়িনু আপন হারা,
পরশে তাহার শিহরি' উঠিনু ঢালিনু নয়ন ধারা।
কত যে সোহাগে অভাগীরে বঁধু তুলিয়া হৃদয় পাশে,
যতনে মুছায়ে শত আঁখিধার তুষিত মধুর ভাষে।
কত আর তোরে কহিব সজনি অতীত পুলক কথা,
উদিলে স্মরণে আজো সে সকল ভুলে' যাই সব ব্যথা।

কত সোহাগের সুমধুর বাণী কত না প্রেমের খেলা
করেছে, খেলেছে বঁধুয়া আমার ; কত না বকুল মালা
আপনি গাঁথিয়া সাজাইত মোরে ; অপলক আঁখি দুটি
রাখি মোর পানে অতৃপ্ত পারাণে উল্লাসে যাইত ছুটি'
চম্পকের কলি সযতনে তুলি' তুলনা তাহার সনে
করিত বঁধুয়া এই অভাগীর, কতই উদিছে মনে।
পলকেও যারে হারাইত সখি তাহারে তেয়াগি' এবে
শতেক বরষ গিয়াছে চলিয়া, হায় সে কেমনে রবে !
এত ভালবাসা কেমনে ভুলিল ? কেমনে গোকুল ছাড়ি'
রয়েছে আমার প্রাণের মাধব, সজনি, বুঝিতে নারি।
নিঠুর কেশব নিয়ে মোর সব রয়েছে মথুরা পুরে
প্রতিদানে তার যত দুঃখ ভার সকলি সঁপিয়া মোরে।
কি আর কহিব তোরে, লো সজনি, দুঃখে ফাটে মোর বুক
নিঠুর নিদয় নীল-কান্ত মোর, স্মৃতিই রেখেছে সুখ।

নববর্ষে আশীর্ব্বাদ।

মধুর প্রভাত এসেছে দুয়ারে
গাছে গাছে পাখী করে কলরব।
বর্ষ পুরাতন জীর্ণ কলেবরে
নবাগতে দিয়ে কার্য্যভার সব
লইল বিদায়, বরষ নূতন
প্রভাত আলোকে নামিল ধীরে ;
কর আজি তায় কর আবাহন
তুলে লহ তার আশীষ শিরে।

সারা বরষের যত অমঙ্গল
এ মঙ্গল দিনে দূরে ফেলে দিয়ে,
নব বল নব আশা শক্তি সহ
হও অগ্রসর নবালোক নিয়ে।
লভ যশোমান লভ প্রতিকাজে
মুছে' জীবনের দীর্ণ অবসাদ,
আজি এ বরষ বরণের মাঝে
নব বর্ষাগমে লহ আশীর্ব্বাদ।

সে যে তুমি

আমি যে আমারে, ফেলেছি হারায়ে
নাহি জানি কোন্ খানে ;
স্রোত বেগে ভাসি, ক্ষুদ্র তৃণ সম
উদাস আকুল প্রাণে ।
সমুখে পশ্চাতে, দৃষ্টি নাহি করি
চলেছি আপনা খুঁজি,
গৃহ কোণে রাখি, রতনের ঝাঁপি
হায়রে কিছু না বুঝি ।
অগাধ সলিলে ডুবরীর মত
যতনে তুলিতে তায়
অবোধ অজ্ঞান, পাগলের প্রায়
চলেছি ছুটিয়া হায় !

বিপথ হইতে কে নিল ফিরায়ে
কে মোরে দেখালে পথ ;
কে দেখালে মোরে স্বরগের দ্বারে
সুন্দর পুষ্পক রথ ।
কে মোর সমুখে এনেছে সাজায়ে
কে মোরে ডাকিয়া কাছে
সুমধুর স্বরে, বলেছে "শোন গো
সকলি তোমার আছে ।
স্বরগ বাঞ্ছিত, চাহ যে রতন
তাহাতো সুমুখে তোর,
কোন পথ ভুলে, গিয়াছিলে চলে
ঢালিয়া নয়ন লোর ।"
কে ভাঙ্গিল মোর, মোহ ঘুম ঘোর
তারে তো চিনেছি আমি,
চির জনমের উপাস্য দেবতা
সে যে তুমি, সে যে তুমি
সন্ধান এবার পেয়েছি আমার
তোমার চরণ তলে,
রয়েছি দ্রবিয়া তোমাতে মিশিয়া
তোমার স্নেহের কোলে,

রেখেছ জড়ায়ে ব্যগ্রবাহু দিয়ে
সে তো আগে নাহি জানি,
তৃষিতের বারি, দেবতা আমার
সে যে তুমি, সে যে তুমি।
কত যুগে যুগে, এসেছি যুগলে,
বিস্মৃতি সলিলে ঢালি—
স্মৃতি-কণা তার ; এজনমে মোর
কেমনে গিয়াছি ভুলি।
গেছে কত যুগ, কত বর্ষ মাস,
কত যে দিবস নিশি –
গিয়াছে নিমেষে, নাহি জানি কভু
রয়েছি তোমাতে মিশি।
কত শরতের, শুভ্র শেফালিকা
অঞ্জলি ঢেলেছে পায়,
হেমন্ত ঢেলেছে, শিশিরের কণা
মুকুতা বিন্দুর প্রায়।
বসন্তের মৃদু সমীর পরশ
নীরবে বিদায় মাগি
গিয়াছে চলিয়া ; নবীন বসন্তে
পুলকে উঠেছে জাগি,

প্রতি তরুলতা, পৃথিবীর শোভা
এ বিশ্ব গিয়াছে ভরে,
রুদ্ররূপী উগ্র, বৈশাখের মেঘে
বিজলী এসেছে ফিরে।
বরষা এসেছে, লয়ে সাথে তার
মৃদু, শান্ত নীরবতা
দিয়েছে এলায়ে শিথিল কবরী ;
হাসিয়া মাধবীলতা
ফুল সখী লয়ে নমিছে বিনয়ে,
ফুটিছে চম্পক বেলা,
ভক্ত বালাসম পড়িছে লুটায়ে—
—ফুলে ফুলে গলাগলি
কত শরতের, শুভ্র নিশীথিনী
হেমন্ত প্রভাত সনে
লয়েছে বিদায় বসন্তের উষা
কিছু মোর নাহি মনে।
তপ্ত নিদাঘের, শান্ত শোভাখানি
বরষার সনে মিশি
হাসিয়া কাঁদিয়া, গিয়াছে চলিয়া
প্লাবিত করিয়া দিশি।

পুষ্পাধার।

নাহি জানি কত, যুগ যুগান্ত
তোমাতে রয়েছি আমি
চির সাধনার অযাচিত ধন
সে যে তুমি সে যে তুমি।
চির জীবনের সে দৃঢ় বন্ধনে
আপনা তোমাতে ঢালি,
হারায়েছি জ্ঞানে যাহ খুঁজিবারে
গিয়াছি সকলি ভুলি।
তোমার আমার এ বাঁধন ডোর
কভু না যাইবে ছিঁড়ি
অজ্ঞাতে হারায়ে তোমাতে আপনা
আজি তাই পথে ঘুরি।
চির বন্ধনের সে পুণ্য রাখীটি,
নয়ন সমুখে মোর
বিকশিত ছিল ফুল্ল ফুলসম ;
ভীষণ বিস্মৃতি ঘোর
দিয়েছে কাটিয়া সে যে কোনখানে
তাহা নাহি জানি আমি
মোর বিস্মৃতির স্মৃতি, আরাধ্য দেবতা
সে যে তুমি, সে যে তুমি।

জীবন পথের শান্ত আলো সম
সদা মম পুরোগামী,
পথে বিপথেতে, সদা আলোরূপে
আলোকি হৃদয় ভূমি ;
হে চির বাঞ্ছিত, পূজা অর্ঘ্য মোর
পদে তুলে লহ তুমি।

তোমার দাসী

সেকি ভুলিবার ?
তোমায় আমায়, হ'ল পরিচয়
শুধু একবার—
নয়নে নয়নে হ'ল সম্মিলন
প্রাণে প্রাণ বিনিময়—
হইল নিমেষে, দেব পূজা শেষে
তোমারি হইল জয়।
পূত নিরমল, দেব নিরমাল্য
যেচে নিলে বরাভয়।
ফুল হারে বাঁধি ক্ষুদ্র এই হৃদি
তোমাতে হইল লয়।
নন্দন-নিন্দিত, সুখ অনিন্দিত
জাগিল হৃদয় মাঝে
যেন উপবনে, ফুটিল গোপনে
কলিকা আধেক লাজে।

কি যে সে পুলক, স্বরগ আলোক
হৃদয় প্লাবিত করি।
পূত মন্দাকিনী, যেন রে আপনি
যতনে ঢালিল বারি।
নন্দন মন্দার, পারিজাত হার
আশীষ দোলাল শিরে,
দিল উলুধ্বনি, যত সুরধনী
কিন্নরী গাহিল ধীরে।
গীতি সুমঙ্গল মলয় হিল্লোল,
ব্যজনিল মৃদু মৃদু;
তোমাতে আমাতে, শুভ নিমেষেতে
পরিচয় হ'ল সুধু।
নিমেষে নিরখি অপলক আঁখি
চির জনমের স্মৃতি,
এ নহে নূতন, চির পুরাতন
গাহিল অশ্রুত গীতি।
মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদ, নিমেষের খেদ
দিয়েছে যতই দুখ
সে মিলন রাতে, তোমাতে আমাতে
আবার জাগিল সুখ।

ক্ষণেকের আড়ি, সেই ছাড়াছাড়ি
সে দুঃখ বিরহ ব্যথা
পুষ্প চন্দনের, মধুর সৌরভ
ঘুচাইল মলিনতা,
বেদমন্ত্র পাঠে, আইল নিকটে
শান্তি তৃপ্তি মধুরতা।
হে দেবতা মোর, দাসীর তোমার
ধরি দু'টি বাহুলতা
বসাইলে পাশে, গরবে হরষে
পুরিল পুলকে কায়
পড়িল লুটায়ে, আপনা হারায়ে
ছিন্ন লতাটির প্রায়
চরণে তোমার, নহে ভুলিবার
অপার করুণা রাশি
জনমে জনমে বাঁধা শ্রীচরণে
রয়েছে তোমার দাসী।

আছে কি স্মরণ ?

আছে কি স্মরণ তব, আছে কি স্মরণ ?
লুকাইয়ে দূরে থাকি, দু'টি অপলক আঁখি
চকিতে চাহিতে মোর স্থধু দরশন ;
আছে কি সে সুখ-স্মৃতি সেই প্রলোভন ?
দেখিলেও শতবার, তৃপ্তি না হইত যার
খুঁজিতে ব্যাকুল সদা চঞ্চল নয়ন
পলকে পলকে চাহি সেই দরশন।
সেই কৃষ্ণচূড়া গাছে, আজও তাহা মনে আছে
ফুটিয়াছে থোপা থোপা লাল টুক্‌টুক্
ফোট ফোট কলিগুলি, হাসির লহর তুলি
দেখিবারে চাহে যেন আমাদের সুখ।
আমাদের নবোল্লাসে সে যেন লজ্জায় হাসে
আবেশে মেলিতে নারে দু'টি রাঙা চোখ।
ঢলা ঢলি, হাসা হাসি, কি মধুর রূপ রাশি
ফুটিবারে চাহে পেয়ে প্রভাত আলোক।

(সেই) কৃষ্ণচূড়া অন্তরালে,   আসি তুমি দাঁড়াইলে
আমি দূরে দাঁড়াইয়ে আপনার মনে
দূরে থাকি কি পুলকে,   তরুণ তপনালোকে
পরিপূর্ণ প্রেম রাশি, দীপ্ত আঁখি কোণে,
ফুটিয়া উঠিল যেন মম দরশনে।
সেই তরু তলে দেখা,   দাঁড়াইয়া একা একা
ব্যগ্র হৃদয়ের সেই ব্যাকুলতা ময়
কত ভাব ভাষা সহ   উচ্ছ্বসিত কি আগ্রহ
আত্মহারা দিশে হারা পাগলের প্রায়।
কিপুলকে সেই ক্ষণে,   চমকিয়া তব পানে
চাহি' জীবনের সেই নব যাত্রা-পথে
আসিয়াছি ধীরে চলি   শিরে তব পদ ধূলি
মাখি নব আশা ভরে, মম মহাতীর্থে।
সেই দৃষ্টি বিনিময় নয়নে নয়নে
সে সুখ পুলক তব আছে কি স্মরণে ?

অলির প্রতি কুসুম

নিরদয় প্রাণ নিয়ে একি তব খেলা
অবলার প্রাণ বলি এত কর হেলা
এ ফুলে ও ফুলে বসি
কেন এত হাসাহাসি
লুটো পুটি ছুটোছুটি সারা সন্ধ্যা বেলা
নিরদয় প্রাণ নিয়ে কেন এত খেলা
আজি হেথা অলি রাজ
সাধিছ আপন কাজ
ঢালিছ অধরে তীব্র গরলের জ্বালা
তোমাদের প্রেম সখা প্রাণ নিয়া খেলা।
কালি পুনঃ অন্য ফুলে
চুমিবে আপনা ভুলে
নিতি নিতি নবোৎসাহে নব নব খেলা
অবলার প্রাণ নিয়ে এত অবহেলা !
তোমরা তো খেল ভাই
আমরা মরিয়া যাই
তা তো না বুঝিতে পার নিঠুর নিদয়
কোমল কলিকা পেয়ে, "গুণ গুণে" ভুলাইয়ে
খেলা হলে ভেঙ্গে চুরে দেও হে হৃদয়।

দণ্ড ।

উচ্চ শৃঙ্গ হিমাদ্রির
অভ্রভেদী শিরে
আশার কলিকা মোর
ফুটাইয়া ধীরে,
চকিতে ফেলিলে আহা
ছিন্ন করি তায়,
কোন অপরাধে দিলে
এ দণ্ড আমায় ?

সম বেদনা

প্রকৃতি !

তুমি ত সখি হাসিলে না হায় !

এভবে থাকিতে আর তোমার নয়ন ধার

পারি না দেখিতে হায়, ব্যথিত হৃদয়।

তোরে কি বলিব সখি আমিও ত হায়,—

জ্বলন্ত অনল সম জ্বলিছে হৃদয় মম—

ব্যথিত পীড়িত সখি শত যাতনায়।

বিষণ্ণ তোমার মুখ হেরি তাই পাই দুঃখ

কাঁদে হৃদি তব লাগি সম বেদনায়

তোমার যাতনা সম যাতনা এ হৃদে মম'

কাঁপে না এ হৃদি আর মৃদু মলয়ায়।

নাচে না লহরী মত, লাজেতে না হয় নত

ঢলিয়া পড়ে না আর বিটপীর গায়,

সঙ্কুচিত লজ্জাবতী লতাটীর প্রায়।

সমবেদনার সাথা তুই, তাই তোরে ডাকি

হাসিয়া বারেক সখি হাসালো আমায় ॥

দেখা হবে।

জীবনের পরপারে মরণের পুণ্যপথে
পুনঃ কি গো দরশন হবে, দেব, তব সাথে ?
হেথায় বিদায় সাথে স্মৃতিটুকু মুছে রেখে
কোথা তুমি চলে গেছ পুণ্যময় কোন লোকে ?
স্মরণে রবে কি তব পুরাতন বন্ধু বলে'
চিনিতে পারিবে কি গো সেথা কভু দেখা হ'লে ?
বিস্মৃতির যবনিকা তুলে দিয়ো একবার
স্মৃতির আলোক জ্বালি ঘুচাইও অন্ধকার।

বিস্মৃতি

এস সখী তব শ্যাম যবনিকা খানি
আমার সমুখে দাও একবার টানি,
দেখো যেন তার আড়ে স্মৃতি না আসিতে পারে
আমারে সে যেন নাহি করে জ্বালাতন।
তার সে দংশন জ্বালা, প্রাণ হ'ল ঝালাপালা
সয়েছি ত ঢের, আর পারি না এখন!
শুধু আজ বলি তাই, ক্ষণেক বিশ্রাম চাই,
ফিরে দাও মোরে সেই নিরমল মন,
দাও স্মৃতি বাতায়নে আজি তুমি দাও এনে
ভীষণ তমসাপূর্ণ মসী আবরণ॥

ডেকে লও।

মোহের স্বপন, কাটিল যখন
নয়ন মেলিয়া চাই,
মাধুরী তোমার পুনঃ দেখিবার
পুলক আবেগে ধাই।
কোথা কোন দেশে আছ কোন বেশে
কোথায় খুঁজিব তোমা,
তুমি বলে দাও যাতনা ঘুচাও
বারেক ডাকিয়ে আমা।
লহ তব পাশে, হের অই আসে
গগনে নীরদ মালা
আজিকে একাকী লহ মোরে ডাকি
ঘুচাও হৃদয় জ্বালা।
পাঠায়েছ মোরে সহিবার তরে
কেবলি যাতনা দুঃখ,
কিছু না কহিতে পারি প্রকাশিয়া
হায়রে হয়েছি মূক্।
হে দয়াল! মোরে লহ ত্বরা করে
তোমার চরণতলে,
চরণে তোমার ঢালি দুঃখ ভার
সকল যাইব ভুলে॥

আসি।

সাথী যারা এসেছিল একে একে হায়
নীরবে পৃথিবী হ'তে লইছে বিদায়!
আঁধারে একাকী আমি সঙ্গীহারা হ'য়ে,
দীন হীন বেশে হেথা রয়েছি বসিয়ে।
কোন শুভক্ষণে মোরে লইবে তুলিয়া,
শত কোটী কীটমাঝে খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
তোমার চরণ পাশে দেখাবে আলোক
ঘুচিবে তিমির কবে ফুটে যাবে চোখ।

ভুলিব সকল গ্লানি সকল যাতনা,
অজানিত ব্যথাভরা অতৃপ্ত বাসনা
সকলি তোমার পদে কবে দিব ঢালি,
কখন দেখাবে মোরে অমৃতের ডালি ?
কখন তোমার কাছে কোন পথ ধরে
যাব বল দয়াময় ! বড় আশা করে
বসে আছি জীবনের সারা দিবানিশি,
দেখাও একটু আলো ত্বরা চলে আসি ॥

সাথীহারা।

প্রভু ! সাথী যারা এসেছিল তারা চলে গেল হায়
ঘৃণাভরে মোর পানে কেহ না ফিরিয়ে চায়।
একাকী চলেছি আমি, তরী মোর ভেসে যায়
লাগিবে তরণী মোর কোন্ নদী কিনারায় ?
অনুকুল বায়ু বহে খরতর বেগ ভরে
প্রতিকুল তরী মোর হেলে দুলে যায় দূরে।
রজনী ডুবিল ধীরে ঘন ঘোর তমসায়
আঁধারে ডুবিল তরী, ডুবিবারে প্রাণ চায়।
হাবু ডুবু খেয়ে মরি ডুবাতে পারি না তায়
বাঁধা যে রয়েছে সে গো কত স্নেহ মমতায়,
সে মায়া শিকল কিগো একেবারে ছেঁড়া যায় ?
চায়না ফিরিয়া তারা পাষাণ নিঠুর হায়
ডুবায়ে অতল জলে অনায়াসে চলে যায় !

আঁধারেতে পথ আমি পাইনা খুঁজিয়া হায়,
আশার আশ্বাসে ভুলি, ডুবে মরি দরিয়ায়।
পথের আলোক তুমি দেখাইয়া দাও মোরে,
তোমারে করিনু সাথী এথাকার সাথী ছেড়ে।
এথাকার সাথী মোর, ডুবায়ে অতল জলে,
চাহিল না মোর পানে অবাধে গিয়েছে চলে।
তুমি মোরে তুলে লহ তোমার অমৃত কোলে
পথের যাতনা যত সব আমি যাই ভুলে॥

মহাপ্রাণ।

স্বরগের গুপ্তদ্বার উন্মিলীয়া ধীরে
গোপনে আসিল নামি স্বরগ বালিকা,—
কোমল সে কর তার রুগ্ন, তপ্ত শিরে
যতনে বুলায়ে দিল, মোচন মালিকা
তৃষাতুর কণ্ঠ দেশে আদরে দুলায়ে,
শতেক সতর্ক দৃষ্টি উপেক্ষি নীরবে
প্রাণটুকু ল'য়ে সেযে গিয়াছে পলায়ে,
প্রাণভরা হাহাকার ঢেলে দিয়ে সবে।
মুক্তির আলোক সহ বিমানের পথে
মহাপ্রাণ লয়ে গেছে স্বরগের রথে॥

আক্ষেপ।

যে দিন বিদায় তোরে দিয়েছি জনম তরে
সাথে তার দিয়ে দি'ছি ঢেলে
সুখ দুঃখ আপনার নিঙারিয়া শতবার
সমর্পিয়া সরবস্ব ওচরণ তলে।
হৃদয় শ্মশান'পরে শোয়ায়ে যতন করে'
স্নেহের কুসুম হার দুলাইয়ে গলে,
যে তীব্র অনল জ্বালি তোরে সেথা দি'ছি ডালি
নিশিদিন আমি সদা জ্বলি সে অনলে।
স্মৃতি ভস্ম মাখি গায় মর্ম্মঘাতী যাতনায়
পূজি সদা তপ্ত অশ্রুজলে ;
কে জানিত পাষাণী রে ছেড়ে যাবি অভাগীরে
নিষ্পেষিত করি পদতলে।
রক্ত শুষি নিমেষেতে পলাইবি হেন মতে
হৃদয় সর্ব্বস্ব মম হরি,
তপ্ত বক্ষ বিদারিয়া হৃদ্‌পিণ্ড উপারিয়া
নিরাশা সলিলে মোর ক্ষুদ্র আশাতরী
ধিক্ তোরে শত ধিক্ হা পাষাণী নারী।
হায় কি গরল দিয়া গঠিত তোদের হিয়া
ভাবিয়া বুঝিতে হায় কিছু নাহি পারি।

রে নির্ম্মম, রে নিঠুর, কাটি সব মায়াডোর
জানি না ছাড়িয়া গেলি কি ভাবিয়া মনে,
কি দিয়ে ভুলায়ে মোরে কেমনে গেলিরে ছেড়ে
কি যে সে দুঃসহ স্মৃতি আমার পরাণে।
কেমনে বুঝাব হায়, মরি যে গো যাতনায়
কেমনে সে স্নেহরাশি ভুলিয়া সকল
গেলি কোথা কোন ছলে, স্বরগে কি গেলি চ'লে,
পথহারা দেববালা ? প্রতি দণ্ড পল
মৃত্যুর যাতনা সহি' এখনও গৃহে রহি
যাই নাই অভাগিনী তোর পাছে চলে ;
কেন ছেড়ে গেলি তুই বল্, শুনে সুখী হই,
একবার কাছে এসে যা রে শুধু ব'লে।
কি দোষ করেছি আমি কেন গেলি চলে।

মৃত সঞ্জীবনী

সেই সুখদিন হায় গিয়াছে চলিয়া ;
বসন্তের উষাকালে
সুনীল অম্বর ভালে
উঠেছিল সুমধুর যে আভা ফুটিয়া
শারদ জোছনা নিশি
গিয়াছিল প্রাণে মিশি
বয়েছিল হৃদিমাঝে সুখের মলয়।
ফুটেছিল আশাফুল
ভেঙ্গেছিল শত ভুল
হয়েছিল একদিন প্রফুল্ল হৃদয়।

নন্দনের মন্দ বায়
পারিজাত মাখা তায়
পশেছিল একদিন হৃদয় মাঝারে ;
বিহগ কাকলি তান
তটিনীর কল গান
কেঁপেছিল হৃদিখানি পাপিয়া ঝঙ্কারে।
শুভ্র, পবিত্রতাময়
হ'য়েছিল এ হৃদয়
আলোকিত এক দিন মৃদু জোছনায় ;
নহে বহু বহু দিন
মাত্র হায় একদিন
বিদলিয়া পদতলে শত ভাবনায়।
সুখ হার পরি গলে
খেলিয়াছি কুতুহলে
জানি নাই ভাবি নাই কোন দিন হায়,
ভবের সুখের খেলা
আনন্দ হাটের মেলা
মাটির পুতুল সম ভেঙ্গে চূরে যায় !

সে শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ
হায় সে প্রফুল্ল মন
সেই সব সুখদিন গিয়াছে চলিয়া ;
এখন ভগন হৃদি
আছে শুধু সেই স্মৃতি
তাই হায় আজো প্রাণ রয়েছে বাঁচিয়া ।
গিয়াছে সকল সুখ,
আছে শুধু ম্লান মুখ
স্মৃতি-ব্যথা-মাখা, শূন্য, ভগন হৃদয় ;
আনন্দ ঊষার শোভা
প্রাণ-লোভা মনোলোভা
গেছে চলে' সুখ-দিবা মধুরতাময় ;
মধুর সায়াহ্ন গেছে,
হায় আর কিবা আছে,
শুধুস্মৃতি,—শুধুস্মৃতি দিবস রজনী
জাগিয়া পরাণ মাঝে
দহিছে সকল কাজে
—স্মৃতির অনল মোর 'মৃত সঞ্জীবনী' ।

মৃত্যু প্রতি

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডপরে ঘুরিতেছি একা
হে বরেণ্য, কোনক্ষণে
মিলিব তোমার সনে
কোন স্বর্গদ্বারে তব পাইব হে দেখা ?

ঘুরিনু বিরহ তব সহি' কতকাল ;
হে প্রিয়, পরশে তব,
ভুলাইয়ে দাও সব ;
ছিঁড়ে ফেলে দাও মোর যত মায়াজাল

এস শান্তি তৃপ্তি রূপে
শুষ্ক এ হৃদয় কূপে
তোমার অমৃতধারা করহ সিঞ্চন ;
লহ তব বক্ষমাঝে
আমারে নূতন সাজে,
ভবের যন্ত্রণা মোর করহ মোচন।

সমাপ্ত।